53

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 MAY 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

পরীক্ষা পদ্ধতির কম্পিউটারায়ন ও সমস্যার নতুন প্রকরণ

শাহ মোঃ নুরুল ইসলাম

পূর্ব প্রকাশিতের পর

দেশে কি কোটি কোটি ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে? তার জন্য কি সরকারের আইন-শৃংখলা বাহিনীর বা প্রশাসনের অপারগতা দেখা দিয়েছে। দেশে কি সীমাতিরিক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র হয়েছে? ৭ মাস পর যে পরীক্ষা হবে তার জন্য কি দু'মাস আগেও পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হলে তা কম্পিউটার থেকে নতুন কোড নম্বর পেতে পারে না? যদি কম্পিউটার দ্বারা এটুকু সম্ভব না হয়, তাহলে তো বোর্ড কর্তৃপক্ষেরই পরীক্ষা নেয়ার সকল কাজ করা ছিলো জনগণের জন্য শতগুণে কল্যাণকর। মানুষ যে সুবিধা দিতে পারতো কম্পিউটার যদি সে সুবিধা দিতে না পারে– বিশেষ করে গণপরীক্ষার ক্ষেত্রে তাহলে সে কম্পিউটার পদ্ধতি দেশের জন্য চরম ক্ষতিকর। বিশেষ করে গরীব পিতা-মাতা এবং তাদের অঞ্চলেও সন্তানদের জন্য এমন প্রযুক্তির ব্যবহার এক হতাশার সৃষ্টি করতে বাধ্য।

কারও ধারণা যে, এই কম্পিউটারের ব্যবহার করার সুযোগে এ বছরেই বেশ কয়েক কোটি টাকা বাড়তি ব্যয় করা হচ্ছে এবং এই টাকার একটা বিরাট অংশই অপব্যয় হচ্ছে। এই গরীব দেশের জন্য এমন ব্যয় বেমানান বটে। এই ব্যবস্থায় বহু উদ্যোগী মানুষের শিক্ষার জন্য আগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে। যে শিক্ষা বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের খরচ জনগণ বহন করে সেই বোর্ড বা মন্ত্রণালয় জনগণের অসুবিধাকে বুঝবে না এটাতো হতেই পারে না, বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সরকার তো এটা হতে দিতে পারে না।

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করার নামে মানুষের প্রয়োজনকে অবজ্ঞা করার অধিকার কারও থাকা উচিত নয়। সুতরাং সমস্ত বিষয়কে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। দেখা দরকার এই পদ্ধতি দাঁড় করাতে গিয়ে কোথায় কোন অনিয়ম হয়েছে বা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কেন্দ্র স্থাপন বিষয়টি পুনর্বিন্যাস করাও জাতীয় জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচনা পাওয়া দরকার। অন্যথায় গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য একটি স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে দুর্নামই ছড়াবে।

আছে কি-না তা বুঝা মুশকিল। বিগত এরশাদ সরকারের আমলেও কিছু কিছু থানায় দু'একটা স্কুল-কলেজ সরকারী করা হয়েছে। কিন্তু কোনও প্রকার গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে এসব করা হয়নি। স্কুল-কলেজের বয়স, ভবন, আসবাবপত্র, সম্পদ-সম্পত্তি, ছাত্রসংখ্যা, পরীক্ষার ফলাফল– কোন কিছুর বিচার না করে নিছক রাজনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতেই এগুলো সরকারী করা হয়েছে। থানা সদরে অবস্থিত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরেরও প্রাচীন যথেষ্ট সুনামের অধিকারী অনেক প্রতিষ্ঠান বাদ দিয়ে তারই পাশের থানার অপেক্ষাকৃত নতুন বা সদ্য প্রতিষ্ঠিত অনেক স্কুল-কলেজ খুশীমত সরকারী করা হয়েছে। পবিত্র শিক্ষা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে এহেন হীন রাজনীতি জাতির জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করার জন্য প্রয়োজন হল ঃ (১) দেশে কয়েক বছরের জন্য নতুন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার অনুমোদন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে।

(২) শিক্ষা কর বা ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের সরকারী হার সামান্য বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(৩) যে সব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও ছাত্রসংখ্যার অনুপাত একটা নির্দিষ্ট অনুপাতের চেয়ে কম, সেসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা বা জাতীয়করণের আওতা থেকে আপাতত বাদ রাখা উচিত।

(৪) নতুন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বিশ-পঁচিশ বছরের পুরাতন প্রতিষ্ঠান কিংবা নতুন শিক্ষকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত পুরাতন শিক্ষকদের চাকরি আগে জাতীয়করণ করা যেতে পারে। মোটকথা যেভাবেই হোক, পরিচ্ছন্ন একটা নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে আমাদের এই গণতান্ত্রিক সরকার ও জাতীয় সংসদ সদস্যদের হাতে অবিলম্বে সুদীর্ঘকালের এ জটিল জাতীয় সমস্যাটার একটা সুষ্ঠু ও বিপ্লবাত্মক সমাধান হোক বাংলাদেশের অবহেলিত শিক্ষক সমাজ এটাই কামনা করে।